নিজ ভক্তগণকে কৃপা করিতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তপ্রসঙ্গে জগদ্‌গত জীবগণের হিতের জন্য এই জগতে কল্পে কল্পে নিজ স্বরূপশক্তিদ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেমন বরভোজনের জন্য আয়োজত করিলে সেই বরের উপলক্ষে অনেকেই ভোজন করিয়া থাকে। সেইরূপ ভক্তগণকে কৃপা করিবার নিমিত্ত জগতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্ত-সম্বন্ধযুক্ত জগৎবাসীগণকেও অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! ইহাতে তোমার মনে হয়তো একটা আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে যে—শ্রীকৃষ্ণও যদি নিখিল জীববৃন্দের পরম আশ্রয়স্বরূপই হইবেন, তাহা হইলে দেহীগণের মত বিরুদ্ধ-ধর্ম্মরূপে প্রকাশ পাইতেছেন কেন? অর্থাৎ দেহ ও আত্মবিভাগযুক্ত দেহী যেমন ক্ষুধা, পিপাসাদি ধর্ম্মাক্রান্ত, শ্রীকৃষ্ণেরও সেইরূপ ক্ষুধা-পিপাসাদি ধর্ম্ম দেখা যায় কেন? যেহেতু আত্মারই ক্ষুধা-পিপাসাদি ধর্ম্ম নাই, আর তাহা হইলে নিখিল আত্মার পরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের কেমন করিয়া ক্ষুধা-পিপাসাদি ধর্ম্ম থাকা সম্ভবপর হইতে পারে? তাঁহারই উত্তরে বলিতেছেন—"মায়য়া দেহীব আভাতি" অর্থাৎ নিজ ভক্তগণের প্রতি অপার করুণায়—দেহীর মত ক্ষুধা-পিপাসাদি ধর্ম্মাক্রান্তরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এস্থলে মায়া শব্দের অর্থ কৃপাই বুঝিতে হইবে। যেহেতু শ্বেতবর্ণ দুগ্ধে শ্বেতবর্ণ কমল যেমন একই রূপে প্রকাশ পায়, পৃথকরূপে উপলব্ধি করা যায় না, তেমনি ভক্তগণের প্রেমভাবিত অন্তঃকরণে প্রেমাস্পদতাস্বভাব শ্রীকৃষ্ণ নিজ মাধুরীরাশিতে অধিকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেমন যেমন প্রেমিক ভক্তগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ভোজনাদি করাইবার আকাঙ্ক্ষায় উদয় হয়, সেই আকাঙ্ক্ষার জাতি ও পরিমাণ অনুসারে ক্ষুধাদি ধর্ম্মযুক্ত হইয়া থাকেন। এইজন্য শ্লোকে "ইব" এই অব্যয় পদটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—দেহাভিমানী জীব যেমন দেহধর্ম্ম ক্ষুধাদিযুক্ত হয়, শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রকার ক্ষুধাদি ধর্ম্মযুক্ত নহেন। কিন্তু প্রেমবশ্যতাস্বভাবে ভক্তের আকাঙ্ক্ষানুসারে ক্ষুধাপিপাযুক্তরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এইটি তাঁহার স্বরূপসিদ্ধ ধর্ম্ম, আগন্তুক বা ঔপাধিক নহে। এই সকল স্বরূপনিষ্ঠধর্ম্মে আত্মারামগণের এবং তাহার প্রিয়জনগণের অধিক নিরুপাধি পরম প্রেমাস্পদ ধর্ম্মই প্রসঙ্গে পাইয়া থাকেন। অর্থাৎ সেই সকল ধর্ম্মে আত্মারাম ও প্রিয়ভক্তগণের অধিকতর সুখোল্লাস প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্লোকস্থ "আত্মদঃ" এই পদটির ব্যাখ্যা করিতেছেন—আত্মা জীবস্বরূপের সহিত তাদাত্মাপন্ন ব্রহ্ম ও ঈশ্বর নামক স্বরূপদাতা। অর্থাৎ জ্ঞানীগণের হৃদয়ে যিনি জীব-স্বরূপের সহিত ভেদ সহিষ্ণু অভেদ ভাবাপন্ন নির্ব্বিশেষব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাব দান করেন, এবং